পারিবারিক নির্যাতন.....

আমাদের পরিবারে কি থাকা উচিত

মুখবন্ধ

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিনিয়তই নারী বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে প্রতি ২ জন নারীর মধ্যে ১ জন পরিবারের ভিতরে আপনজনদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আমরা জানি পরিবার হচ্ছে সামাজিকীকরণের প্রথম স্তর। পরিবারে নারী ও পুরুষ নিজ- নিজ দায়িত্ব ও মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করেন। প্রতিনিয়তই জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম করেন। সেই পরিবারে যখন একজন নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয় অথবা বৈষম্য আর অবহেলার শিকার হতে হয় তখন পরিবারের যে আদর্শ তা খুব সহজেই বিঘ্নিত হয়। পারিবারিক নির্যাতন আর বৈষম্যকে অনেকে অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। ফলে নারী সেই নির্যাতন থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পান না। নারীর অধিকার ও মর্যাদার স্বপক্ষে অনেক আইন, নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সমাজের পুরোনো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হওয়ায় সেই আইনের কার্যকরী প্রয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় এই পুস্তিকাটি প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতনমূলক উপকরণ হিসাবে সেপ্টেম্বর ২০০৪ এ প্রকাশিত হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ও চাহিদাকে বিবেচনা করে পুস্তিকাটির পুনঃমুদ্রণ করা হচ্ছে। আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত আমাদের সকল সময় কাম্য।

এম. বি. আখতার
কো-চেয়ারপার্সন
পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

প্রকাশক
পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট
বাড়ি - ৬/৪ এ, স্যার সৈয়দ আহমেদ রোড,
মোহম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল
প্রথম মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর ২০০৪
পুনঃমুদ্রণ- নভেম্বর ২০০৫
পুনঃমুদ্রণ- মার্চ ২০০৮

পরিকল্পনা ও উপকরণ উন্নয়ন
এম. বি. আখতার
ফারহানা হাফিজ
তাহমিনা রহমান
নাসরিন সিরাজ এ্যানি

ছবি অংকন ও ডিজাইন
রেজাউল হক
ভিজ্যুয়াল আর্ট ফর ডেভেলপমেন্ট

এ গল্প রত্না ও সুমনের।

আমাদের মত
পরিবার আপনারা হয়তো
অনেকেই দেখেছেন।

রত্না আর আমি যখন বিয়ে- করি! মনটা কি যে খুশী ছিল।
সারাক্ষণ মনে হত ওকে দেখি আর ওর সাথে থাকি।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই ওর ওপর আমার এমন মেজাজ খারাপ হল!
কেন জানি মনে হল ও আসলে আমার শাসনে থাকছে না।

একদিন রাতে আমাকে খাবার দিল কিন্তু দেখি তরকারীতে লবন কম হয়েছে। এই জন্যই বোধহয় মুরব্বীরা বলে যে, বিয়ের প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়।

ওর এত বড় সাহস আমার মুখে- মুখে তর্ক করে!

মেজাজটা আমার আরো খারাপ হল।

রাতের বেলা দেখি সোহাগ করতে দেয় না। জোর করেই.....

ওর ভাই আসছিল একদিন দেখা করতে। তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম।

না! না!! নাইওর
যাওয়া
লাগবে না।

মেজাজটা দিনে- দিনে আরও খারাপ হয়।

বাহার ভাইকে আমার দুঃখের কথা বললাম একদিন।

কিন্তু বাহার ভাই আমার চোখ খুলে দিল।

বাহার ভাই আমাকে আরো লোকজনের কাছে নিয়ে যান।

শারীরিক নির্যাতন।

মানসিক নির্যাতন।

যৌন নির্যাতন।

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা।

আজকে বহুদিন পরে মনে হল, মনে একটু- একটু করে শান্তি আসছে।

বৌ, মানুষ হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করবে এখন তা বিশ্বাস করি
এবং তার চিন্তাও কাজে বাধা দেই না।

খালা পান খাবেন নাকি?

একদিন সবাই মিলে সিনেমা দেখতে গেলাম।

ভালো লাগার কথা বলতে বাধা দেই না।

সে দেখি নিজে- নিজে আয় রোজগার করার চেষ্টা করছে। আসলে সংসারটা তো দুজনের।

স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সম্পর্ক থাকলে
সোহাগের সময় জোরাজুরির প্রশ্নই আসে না।

আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে।

আমাদের পরিবারটা নির্যাতনমুক্ত পরিবার।